দৈনিক ইনকিলাব

099

তারিখ 13 FEB 1987
পৃষ্ঠা 1

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

উপজেলা পরিক্রমা

চুনারুঘাট

চুনারুঘাট, ১১ ফেব্রুয়ারী (সংবাদদাতা)।—০ সবুজ শ্যামল মায়া ঘেরা চুনারুঘাট উপজেলা হবিগঞ্জ জেলা সদর থেকে ১৫ মাইল দক্ষিণে খোয়াই নদীর তীরে একটি মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। এ উপজেলায় বিখ্যাত দরবেশ অলি হযরত শাহ জালালের (রঃ) অন্যতম সফর সঙ্গী হযরত সিপাহশালার সৈয়দ নাসির উদ্দিনের মাজারসহ বহু পীর আওলিয়াদের মাজার শরীফের পুণ্যঘেরা চুনারুঘাট উপজেলা। এ উপজেলার আয়তন ১৬৫.১৫ বর্গমাইল। গ্রামের সংখ্যা ৩৬৭টি, ইউনিয়ন ১০টি, লোক সংখ্যা ২,০২,২০৭ জন।

কৃষি

এ উপজেলার অধিবাসীরা কৃষির উপরই নির্ভরশীল। এখানে প্রধান ফসল ধান, পাট, চা, ইক্ষু, আলু, সরিষা ইত্যাদি। সার, কীটনাশক, আধুনিক কৃষি সরঞ্জামাদির অভাবে কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয় না। তাছাড়া উৎপাদিত ফসলাদি প্রতি বছরই বিখ্যাত খোয়াই নদীর মহামারী বন্যায় নষ্ট করে ফেলে।

শিক্ষা

শিক্ষার দিক দিয়ে চুনারুঘাট উপজেলা খুব একটা পিছিয়ে নয়, এ উপজেলায় সর্বমোট ১০৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। প্রায় ১৭টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৯টি বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ৬টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ১২টি সিনিয়র মাদ্রাসা ও অসংখ্য এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে। উপজেলা সদরে একটি মহাবিদ্যালয় বর্তমানে সরকারী মহাবিদ্যালয় পরিণত হয়েছে।

যোগাযোগ

যোগাযোগের ক্ষেত্রে চুনারুঘাট উপজেলা অনেক পিছিয়ে আছে। জেলা সদরের সাথে তথা দেশের বিভিন্ন স্থানের সাথে একমাত্র পাকা সড়কটির প্রায় স্থানই ক্ষত-বিক্ষত। যদিও সড়কটি হবিগঞ্জ, সিলেট, ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলার যোগাযোগ রক্ষা করে আসছে। এছাড়া চুনারুঘাট থেকে বাল্লা রাস্তাটির অবস্থা অত্যন্ত করুণ। রাস্তাটির কিছু অংশ পাকা করে বাকী অংশটুকু এখনও কাঁচা অবস্থায় আছে।

চিকিৎসা

এ উপজেলায় একটি হাসপাতাল রয়েছে। ওষুধ ও যন্ত্রপাতির অভাব হাসপাতালে বিদ্যমান। কয়েকটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকলেও তাতে প্রয়োজনীয় ওষুধ পত্র পাওয়া যায় না। কোন কোন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার পর্যন্ত নেই। এর মধ্যে রাজার বাজার উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি উল্লেখযোগ্য। ফলে এলাকার নিরীহ রোগীদের দুর্ভোগ লেগেই আছে।

বিদ্যুৎ

উপজেলা শহর ছাড়াও কিছু কিছু গ্রাম বিদ্যুতের আওতায় রয়েছে। অধিকাংশ গ্রাম বা পল্লীতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা এখনো হয়নি। এছাড়া বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন এলাকাগুলোতেও নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় না। ফলে জনগণের একদিকে যেমন কেরোসিন তেল অপরদিকে বিদ্যুৎ বিল দিতে হচ্ছে।

বিবিধ

এ উপজেলায় মসজিদ ২৮৪টি, মন্দির ৩৯টি, ব্যাংক ৫টি, বীজাগার ১টি, খাদ্য গুদাম ৩টি, সাব-পোষ্ট অফিস ৫টি ও বরাঞ্চ পোষ্ট অফিস ৩২টি, ওয়ারলেছ স্টেশন ১টি ও ১৩টি চা বাগান আছে।